50693 - নর্িদষ্টি কোন রাতকে লাইলাতুল কদর হসিবে সুনশ্চিতি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়

প্রশ্ন

অন্য কোন রাত্রতিে তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় না করে শুধু লাইলাতুল কদররে রাত্রতিে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার বধিান কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনীতইেবাদত করার মহান ফজলিতরে কথা বর্ণতি হয়ছে। আমাদরে মহান প্রতপিালক উল্লখে করছেনে য, এই রজনী হাজার মাসরে চয়েে উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লখে করছেনেযে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও প্রতদিানরে আশায় লাইলাতুল কদরে নামায পড়বে তার অতীতরে সমস্ত গুনাহমাফ করে দয়ো হব।

আল্লাহতাআলা বলছেনে:

১. নশ্চিয়ই আমি এটি নাযলি করছেলিাইলাতুল কদর। ২. তোমাককেসিে জানাবে লাইলাতুল ক্দর কি? ৩. লাইলাতুল ক্দর হাজার মাস অপক্ষো উত্তম। ৪. সরোতে ফরেশেতারাও রূহ (জবিরাইল) তাঁদরে রবরে অনুমতক্রিমে সকল সদ্ধিান্ত নয়িেঅবতরণ করনে। ৫. শান্তমিয় সইে রাত, ফজররে সূচনা পর্যন্ত।” [সূরা আল কদর, ৯৭: ১-৫]

আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু আনহুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথকেে বর্ণনা করছেনে যে তনিি বলনে: “যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং প্রতদিানরে আশায় লাইলাতুল ক্দরনোমায পড়বে তার অতীতরে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দয়ো হব।”[সহীহ বুখারী (১৯০১) ও মুসলমি (৭৬০)]হাদসি“ঈমান সহকার”কথাটরি অর্থ হচ্ছ- এই রাতরে মর্যাদা ও বশিষে আমল শরয়িতসম্মত হওয়ার উপর বশ্বিাস স্থাপন করা। আর “প্রতদিানরে আশায়” কথাটরি অর্থ হচ্ছ- নয়িযতকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনষ্ঠি করা।

দুই :

কোনোরাতটিলাইলাতুলক্বদরতানিয়েআলেমদেরমাঝেবিভিন্ন অভিমতরয়েছে।‘ফাত্হুল বারী’ গ্রন্থটেল্লেখে করাহয়েছে যেএ সংক্রান্ত অভিমত৪০ টিরউপরে পৌঁছেছে। এক্ষত্রেসেবচয়েসেঠিকমতহললাইলাতুল কদররমজান মাসরেশষেদশকরেকোনেএক বজেোড়রাত।

আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে: “রমজানরে শষে দশকরে বজেোড় রাতগুলোতেলোইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান কর।”[সহীহ বুখারী (২০১৭) ও সহীহমুসলমি (১১৬৯), তবে শব্দচয়ন ইমাম বুখারী]

ইমাম বুখারী এই হাদসিটরি শরিোনাম লখিছেনে“রমজানরে শষে দশকরে বজেোড় রাত লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান”। এই রাতটি গোপন রাখার পছেনে রহস্য হল মুসলমানদরেকে রমজানরে শষে দশকরে সবগুলো রাতে ‘ইবাদত-বন্দগেী, দোয়াও যকিরিরে উপর সক্রয়ি রাখা। একই রহস্যরে কারণে জুমার দনিরেযে সময়টতিে দোয়াকবুল হয় তা সুনর্দিষ্টি করে দয়ো হয়নি এবং একই কারণে আল্লাহর ঐ ৯৯ টি নাম সুনর্দিষ্টি করে দয়ো হয়নি যে নামগুলোর ব্যাপারনেবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:“যে ব্যক্তনিামগুলো গণনা করবে [অর্থাৎমুখস্ত করবে, এর অর্থ বুঝবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে] সে জান্নাতে প্রবশে করবে।”[সহীহ বুখারী (২৭৩৬) ও সহীহ মুসলমি (২৬৭৭)] হাফজে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“তাঁর বক্তব্যঅর্থাৎইমামবুখারীর বক্তব্য“পরচ্ছিদে: রমজানরেশষেদশকরেবজেোড়রাতলোইলাতুলক্বদরঅনুসন্ধান”এইশরিোনাম থকেে লাইলাতুলক্বদররমজান মাসে হওয়া,রমজানরে শষে দশকে হওয়া এবং শষেদশকরেবজেোড়কোন রাতে হওয়ার ব্যাপারে প্রবলইঙ্গতিপাওয়াযায়। কন্তিু সুনর্দিষ্টিভাবে সটেকিোনরাত- এমনকোন ইঙ্গতি পাওয়া যায় না। এ সংক্রান্ত হাদসিরে বর্ণনাগুলো একত্রতি করলে এতটুকু প্রমাণই ফুটে উঠে।”[ফাতহুল বারী (৪/২৬০)]

তনিি আরও বলছেনে :

‘আলমেগণ বলনে, এই রাতটরি নর্দিষ্টি তারখি গোপন রাখার পছিনে হকিমত হল মানুষ যনে এ রাতরে মর্যাদা লাভরে জন্য চষ্টো সাধনা করে। নর্দিষ্টি তারখি জানা থাকলে মানুষ শুধু নর্দিষ্টিভাবে সইে রাতে ইবাদত-বন্দগেীকরত।একই ধরনরে ব্যাখ্যা জুমার দনিরে (দোয়াকবুলরে) সুনর্দিষ্টি সময় গোপন রাখার ব্যাপারে ইতপিূর্বটেল্লেখে করা হয়েছে।”[ফাত্হুল বারী (৪/২৬৬)]

তনি: পূর্বোক্তআলোচনার ভত্তিতিে বলা যায় যে, কারো পক্ষে নর্দিষ্টি কোনরাতরে ব্যাপারে এ নশ্চিয়তা দয়ো সম্ভব নয় যে, এটইি‘লাইলাতুল ক্বদর’। বশিষেতঃ যখন আমরা জানি যে,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএটি কোন রাত তা সুনর্দিষ্টিভাবে উম্মতকে জানাতে চয়েছেলিনে। কন্তিু পরে তনিি জানয়িছেনে যে, আল্লাহ তাআলা এর জ্ঞান উঠয়িে নয়িছেনে। উবাদা ইবনসোমতি রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়া সাল্লাম ‘লাইলাতুল ক্বদর’ এর ব্যাপারে খবর দতিে বরে হলনে।এ সময় দু’জন মুসলমানঝগড়া করছলিনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললনে :

“আমি আপনাদরেকে ‘লাইলাতুল ক্দর’ এর ব্যাপারে অবহতি করতে বরে হয়ছেলিাম। কন্িতু অমুক অমুক ব্যক্তি বিবাদে লপ্িত হওয়ায়তা (সইে জ্ঞান) উঠয়িে নয়ো হয়ছে। আশা করি উঠয়িে নয়োটা আপনাদরে জন্য বশেি ভাল হয়ছে। আপনারা সপ্তম (২৭ তম), নবম (২৯ তম) এবং পঞ্চম (২৫ তম) তারখিে এর সন্ধান করুন।”[সহীহ বুখারী (৪৯)]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরিআলমেগণ বলনে:

“রমজান মাসে নর্িদষ্টি কোন রাতকে লাইলাতুল ক্দর হসিবেে চহ্নিতি করার জন্য সুস্পষ্ট দলীলরে প্রয়োজন। তবে অন্যান্য রাতরে চয়েে শষে দশকরে বজেোড় রাতগুলোর কোন একটতিে হওয়ার সম্ভাবনা বশেি। আর এর মধ্যে ২৭তম রাতে হওয়ার সম্ভাবনা সবচয়েে বশেি। বভিন্নি হাদসি থকেে এ ইঙ্গতি পাওয়া যায়।এ বষিয়টি আমরা ইতপিূর্বওে উল্লখে করছে।ি”

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদ্দায়মিা (ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র) (১০/৪১৩)]

তাই একজন মুসলমিরে নর্িদষ্টি কোন রাতকে লাইলাতুল ক্দর হসিবেে চহ্নিতি করা উচতি নয়। কারণ এতে করে এমন বষিয়ে নশ্চিয়তা প্রদান করা হয়, আসলে যে বষিয়ে নশ্চিয়তা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। এবং এতে করব্যেক্তি নজিকেপ্রেভুত কল্যাণ থকেে বঞ্চতি করার সম্ভাবনা তরৈী হয়। হতে পারে লাইলাতুল কদর ২১তম রাতে অথবা ২৩তম রাতে অথবা ২৯তম রাতে। তাই কউে যদি শুধু ২৭তম রাতে নামায আদায় করে এতে করতেনি অফুরন্ত কল্যাণ থকেে বঞ্চতি হবনে এবংএই মুবারকময় রাতরে ফজলিত হারাবনে। সুতরাং একজন মুসলমিরে উচতি গোটা রমজান জুড়ে আনুগত্য ও ‘ইবাদতরে কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো। আর শষে দশকে আরো বশেি তৎপর হওয়া। এটইি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আদর্শ।আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি যে তনিি বলনে :“(রমজানরে শষে) দশ রাত্রি শুরু হলে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর বঁধেে নামতনে। তনিি নজিে রাত জগেে ইবাদত করতনে এবং তাঁর পরবিারবর্গকে (ইবাদাতরে জন্য)জাগয়িে দতিনে।” [সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলমি (১১৭৪)] আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।